Government of West Bengal
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL LAND & LAND REFORMS OFFICER,SADAR,COOCH BEHAR
মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণ, সদর, কোচবিহার,
Sagar Dighi Complex, P.O.: Cooch Behar, Dist.: Cooch Behar, Pin: 736101, West Bengal
Phone : (03582) 228633,Fax : (03582) 228490 # e-mail : sdllro.sadarcob@gmail.com

:দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, কোচবিহার জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ অধীনস্থ নিম্ন তপশিল বর্ণিত ফেরী ঘাট সমূহ (Public Ferry) ১৮৮৫ ইং বঙ্গীয় ফেরীজ অ্যাক্ট অনুসারে বাংলা ১৪২৬ সনের জন্য নিম্ন তপশিল বর্ণিত স্থান, তারিখ ও সময় অনুসারে প্রকাশ্য নীলাম ডাক হইবে। উক্ত নীলাম ডাকে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিধি ১৯৯১ (সংশোধিত) অনুসারে যে সমস্ত সমবায় সমিতি ,অংশীদারী সংস্থা ও ব্যক্তি অংশগ্রহন করিবেন তাহাদিগকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং তাহাদের হেপাজতে অবশ্যই নির্দিষ্ট সংখ্যক মাড় ও নৌকা যথা ২(দুই) খানা মাড়, ডাক পারাপারের নৌকা একখানা ও অন্যান্য লোক পারাপারের নৌকা ২(দুই) খানা থাকিতে হইবে। সকল ডাককারীকে উক্ত মাড় ও নৌকাগুলি সংশ্লিষ্ট ব্লক/মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের পরিদর্শনার্থে তাহাদের নির্দেশ মাত্র তাহার হেপাজতে দর্শাইতে না পারিলে তাহার সর্ব্বোচ্চ ডাক বাতিল করার ক্ষমতা বলবৎ থাকিবে। সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে উক্ত ডাকের সম্পূর্ণ টাকা ডাক সমাপ্তি ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে নগদ দিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, নীলাম ডাকে অংশগ্রহন করিতে ইচ্ছুক অংশগ্রহনকারীকে মহকুমা ভূমি ও ভুমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট ৫০,০০০/- টাকা নগদে জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। অন্যথায় নীলামে অংশগ্রহন করিতে দেওয়া হইবে না। নীলাম শেষে জামানতের টাকা ফেরৎ পাইবেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, ডাক সমাপ্তি হইলেই এবং ডাকের সমস্ত টাকা জমা দিলেও সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত উক্ত বৎসরের জন্য ডাককারীর সংশ্লিষ্ট ফেরী ঘাটের উপর কোন প্রকার অধিকার বর্তাইবে না।

ডাকের সম্পুর্ণ টাকা এবং তৎসহ জামানতের টাকা একযোগে সরকারকে জমা দেওয়ার পর অনুমোদিত ডাককারী প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প (Stamp Duty) দিয়া সংশ্লিষ্ট ফেরী ঘাটের বন্দোবস্তের চুক্তিপত্র নিজ খরচে রেজিস্ট্রি করিয়া লইবেন। অন্যথায় তাহাকে ফেরী ঘাট দখল দেওয়া যাইবে না এবং পূর্বে জমা দেওয়া সমস্ত টাকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার সহিত ঘাটের আর কোনরূপ বন্দোবস্ত হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন ডাককারী নীলাম ডাকের টাকা জমা না করেন অথবা তৎসহ জামানতের টাকা কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে, সময় মত জমা না দেন বা চুক্তিপত্র সম্পাদন না করেন বা নির্দিষ্ট সংখ্যক মাড় ও নৌকা অধস্তন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের পরিদর্শনার্থে নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুত রাখিতে না পারেন এবং তৎজন্য ফেরীঘাট যদি নীলামে তোলা হয় এবং পরবর্তী নীলাম ডাকের টাকা পূর্ববর্ত্তী নীলাম ডাকের টাকার তুলনায় কম হয়, যত টাকা কম হইবে তাহা পূর্ব নীলামকারীর নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।

যদি সংশ্লিষ্ট ফেরী ঘাটের উপর সরকার কর্তৃক নৌকা ফেরার বা শীতকালীন পুল বা সাঁকো তৈরী করা হয় তাহা হইলে উক্ত পুল বা সাঁকোর উপর দিয়া যাতায়াতকারী জনসাধারনের বা যানবাহনাদি প্রভৃতির জন্য কোন

, মাশুল আদায় করা চলিবে না এবং উক্ত সময়ের জন্য সরকারের নিকট হইতে কোন প্রকার ক্ষতি পুরন Compensation) বা (Commission) দাবি করা চলিবে না।

ফেরী ঘাটের নীলাম গ্রহণকারীকে নিম্ন লিখিত শর্তগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে । অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

১) সফল দরপত্রকারীকে ৩০ দিনের মধ্যে বাৎসরিক খাজনা সম্পূর্ন পরিশোধ এবং নিজ ব্যয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে।
২) ইজারাদারগণকে অবশ্যই নিবন্ধিকৃত সমবায় সংস্থা হইতে হইবে এবং দরপত্রের সহিত উক্ত শংসাপত্রের কপি জমা করিতে হইবে ।
৩) ব্যাক্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, যাহার শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রত্যয়িত করতে হবে।
৪) অনুমোদিত ইজারাদারগণকে ফেরী ঘাটের মাশুল আদায়ের অনুমোদিত নিরিখনামা দুইটি বোর্ডে (কাঠ বা টিন) পাকাপোক্ত ভাবে লিখিয়া তাহা জনসাধারণের অবগতির জন্য ফেরী ঘাটের উভয় তীরে প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। তৎসহ প্রথম নৌকা ছাড়ার এবং বন্ধ করার সময় ও বিরতির সময় বোর্ডে উল্লেখ করিতে হইবে।
৫) ইজারাদারগণ মাশুল আদায়ের রসিদ দিতে বাধ্য থাকিবেন।
৬) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নৌকা নিবন্ধিকরণ বা রেজিষ্টার করিতে হইবে এবং নৌকা জলে চলার উপযুক্ত কিনা তাহার শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহন করিতে হইবে।
৭) সংশ্লিষ্ট মাঝিগণের নামের তালিকা ও মোবাইল নং সহ উক্ত ঘাটের উভয় দিকের বোর্ডে প্রদর্শিত হইবে এবং মাঝিদের পরিচয়পত্র বহন করিতে হইবে।
৮) জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহ নৌকার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।
৯) নৌকার নম্বর সহ যাত্রী বহন করিবার সামর্থ্য নৌকায় লিখিতে হইবে।
১০) নদীতে কোন রকম ভুটভুটি চলিতে পারিবে না।
১১) যে কোন দুর্ঘটনা মোকাবিলা করিবার জন্য একটি নৌকা রাখিতে হইবে।

অনুমোদিত ইজারাদারগণ ঘাট পারাপারের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত জনসাধারনের সুবিধার জন্য ঘাটের উভয় তীরের রাস্তা বৎসরের সব সময়ের জন্য ঠিক রাখিবার দায়িত্ব নিজ ব্যয়ে বহন করিবেন । এছাড়া পারাপারের ঘাটের উভয় তীরে যাত্রী সাধারনের জন্য উপযুক্ত বিশ্রামাগারও নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে।

অন্যান্য শর্তাবলী ও নিয়মাবলী যাহা ১৮৮৫ ইং সালে বঙ্গীয় ফেরীজ অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রযোজ্য সেই সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া ডাককারী নীলামে অংশগ্রহন করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।যদি কোন সমবায় সমিতি বা অংশীদারী সমিতি (Partnership Firm) না পাওয়া যায় তাহা হইলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হইবে।

ক্রমিক নং	ঘাটের বিবরণ	নীলামের তারিখ	সরকার নির্ধারিত মুল্য	নীলামের স্থান
১.	তোর্ষা নদীর ঘাট এস,টি, নং- ০৬	ইং ১৯.১১.২০১৯. সময় : দুপুর ১২ঘটিকা ।	২,৫৩,০০০ টাকা	মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের করণ ,সদর, কোচবিহার ।
২.	হাঁস খাওয়া ঘাট এস,টি, নং- ৩৪	ইং ১৯.১১.২০১৯. সময় : বিকাল ২ঘটিকা ।	৫,১৪,৮০০ টাকা	মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের করণ ,সদর, কোচবিহার

মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীক,
সদর, কোচবিহার ।